১৭তম জাতীয় টিকা দিবস

২৯ নভেম্বর ২০০৮ ও ৩ জানুয়ারি ২০০৯ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ ও ২০ পৌষ ১৪১৫

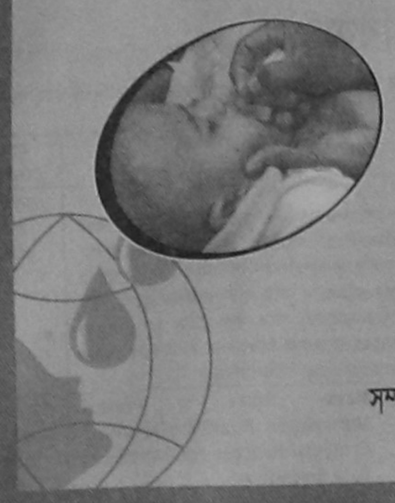

প্রথম রাউন্ড
২৯ নভেম্বর (১৫ অগ্রহায়ণ)
০-৫ বছরের সকল শিশুকে ১ফোঁটা পোলিও টিকা এবং
১-৫ বছরের সকল শিশুকে ১টি ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ান

আপনার শিশুকে টিকা দিন

দ্বিতীয় রাউন্ড
৩ জানুয়ারি (২০ পৌষ)
০-৫ বছরের সকল শিশুকে ২ ফোঁটা পোলিও টিকা এবং
২-৫ বছরের সকল শিশুকে ১টি কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ান

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় : ধারা এ্যাড

'বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত রাখুন'

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৫
২৯ নভেম্বর ২০০৮

বাণী

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে '১৭তম জাতীয় টিকা দিবস'-এর ১ম ও ২য় রাউন্ড পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনে জাতির কর্ণধার। তাদের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও নিরোগভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করার জন্য সকল পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, ১৭তম জাতীয় টিকা দিবসে ১লক্ষ ৪০ হাজার টিকাদান কেন্দ্র থেকে সারাদেশে ০-৫ বছরের ২কোটি ৪০ লক্ষ শিশুকে একই দিনে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। পোলিও রোগের পুনঃসংক্রমণের বিস্তার রোধ এবং বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত রাখার জন্য এই কার্যক্রম ফলপ্রসূ হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি। জাতীয় টিকা দিবস সফল করতে আমি সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ সকলের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহবান জানাই।

আমি '১৭তম জাতীয় টিকা দিবস'-এর সফলতা কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
এবং
খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশকে পুরোপুরি পোলিও-মুক্ত করার জন্য সরকার দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ। এদেশে পোলিও রোগের পুনঃবিস্তার রোধে সরকারের অব্যাহত কর্মপ্রচেষ্টার অংশ হিসেবে '১৭তম জাতীয় টিকা দিবস' পালন করা হচ্ছে। বরাবরের মতো এবারের জাতীয় টিকা দিবসও দুই রাউন্ডে পালিত হবে। প্রথম রাউন্ড ২৯ নভেম্বর ২০০৮ এবং দ্বিতীয় রাউন্ড ৩ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। একটি শিশুও যেন এ কর্মসূচি থেকে বাদ না পড়ে সেজন্য অভিভাবকবৃন্দসহ প্রত্যেক সচেতন দেশবাসীকে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

টিকা দিবসের উভয় রাউন্ডে সারাদেশে এক লাখ ৪০ হাজার টিকাদান কেন্দ্র থেকে ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে দুই ফোঁটা করে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। পাশাপাশি প্রথম রাউন্ডে ১ থেকে ৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে একটি ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে ২ থেকে ৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে একটি কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হবে।

পোলিও রোগের বিস্তার রোধে পোলিও টিকা প্রদানের অতি উচ্চহার অর্জনের পাশাপাশি সন্দেহজনক পোলিও রোগী শনাক্তকরণের জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর রোগ নিরীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সরকার ইতোমধ্যে এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী, পোলিও রোগ পুনঃবিস্তারের ঝুঁকি দূর করে আমরা দেশ থেকে পোলিও নির্মূলে সক্ষম হ'ব।

২০০৬ সালে এদেশে পোলিও রোগের পুনঃসংক্রমণের আগে আমরা একনাগাড়ে প্রায় সাড়ে ৫ বছর পোলিওমুক্ত ছিলাম। পুনঃসংক্রমণের পর অদ্যাবধি আবার প্রায় দুই বছর নতুন কোনো পোলিও রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। আমি আশা করি, সমগ্র দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগিতায় আমাদের পোলিওমুক্ত অবস্থান স্থায়ী রূপ ধারণ করবে।

'১৭তম জাতীয় টিকা দিবস' সফল করে তোলার জন্য আমি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি শিক্ষক-ছাত্র, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সকল সচেতন নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা প্রত্যেকে সক্রিয় ও আন্তরিকভাবে এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করুন। আসুন, আমরা সকলে মিলে পোলিওমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

ড. এ এম এম শওকত আলী

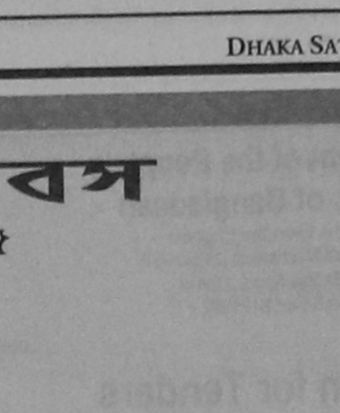

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৫
২৯ নভেম্বর ২০০৮

বাণী

পোলিও রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে সরকার ''সপ্তদশ জাতীয় টিকা দিবসের'' প্রথম রাউন্ড ২৯শে নভেম্বর ২০০৮ এবং দ্বিতীয় রাউন্ড আগামী ৩রা জানুয়ারি ২০০৯ পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

এ কর্মসূচি সফল করার মাধ্যমে দেশ পোলিও নির্মূলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে আরও এগিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি এ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ফখরুদ্দীন আহমদ

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশে পোলিও ভাইরাস পুনঃসংক্রমণ রোধে এবং পোলিও রোগ নির্মূলের লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ''১৭তম জাতীয় টিকা দিবস'' উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যার ১ম রাউন্ড আগামী ২৯ নভেম্বর ২০০৮ ও ২য় রাউন্ড ৩ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে পালন করা হবে।

এ দিবসের ১ম রাউন্ডে আগামী ২৯ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে সারাদেশে ০-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে দু-ফোঁটা করে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে একই সাথে ১-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

আগামী ৩ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে ২য় রাউন্ডে ০-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে পুনরায় দু-ফোঁটা করে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে একই সাথে ২-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে একটি কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হবে।

জাতীয় টিকা দিবসের উভয় রাউন্ডে সারা দেশে ০-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে দু-ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে যাতে একটি শিশুও পোলিও টিকার আওতার বাইরে না থাকে; এ জন্য সকলকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এ কাজে নিবেদিত বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবীকে আন্তরিকভাবে এ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানাই।

শুধুমাত্র স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে দেশব্যাপী এ বিশাল কার্যক্রম সফল করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় এ টিকা দিবসের কর্মসূচিকে সফল করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অতীতের ন্যায় এবারও ''১৭তম জাতীয় টিকা দিবস''-এর সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সফল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ এম এম নাসির উদ্দিন

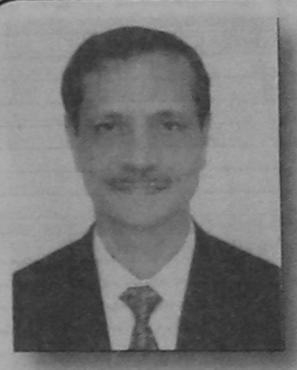

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাণী

বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত অবস্থা বজায় রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আগামী '১৭তম জাতীয় টিকা দিবস' এর ১ম রাউন্ড-২৯ নভেম্বর ২০০৮ শনিবার এবং ২য় রাউন্ড-৩ জানুয়ারী ২০০৯ শনিবার পালন করতে যাচ্ছে। জাতীয় টিকা দিবসের উভয় রাউন্ডে সমগ্র বাংলাদেশে ০-৫ বছরের সকল শিশুকে (২ কোটি ৪০ লক্ষ শিশু) একই দিনে দু'ফোঁটা করে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে।

গত ২২ নভেম্বর ২০০৬ তারিখের পর আমাদের দেশে নূতন কোন পোলিও রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি অর্থাৎ বিগত ২৪মাস যাবত আমরা পোলিও মুক্ত আছি।

বাংলাদেশে পোলিও রোগ সংক্রমণের পুনঃবিস্তার রোধে '১৭তম জাতীয় টিকা দিবসে' আগামী ২৯ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে ১ম রাউন্ডে সারা দেশে ০-৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে দু-ফোঁটা করে পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে। এর সাথে ১-৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। প্রতিটি রাউন্ডে ৫ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুই যাতে টিকা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ইতিপূর্বে পোলিও টিকা খেয়ে থাকলেও জাতীয় টিকা দিবসের প্রতিটি রাউন্ডেই আবারও ২ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়াতে হবে। জাতীয় টিকা দিবসে একটি শিশুও যাতে পোলিও টিকা খাওয়া থেকে বাদ না যায় সে জন্য প্রতিটি বাড়ি গিয়ে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু খুঁজে বের করতে হবে।

সারাদেশে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টিকাদান কেন্দ্র থেকে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ শিশুদের একই দিনে পোলিও টিকা খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজন হবে ছয় লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী। এ ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, বয়-স্কাউট, গার্লস গাইডস, আনসার ভিডিপি, এনজিও কর্মীদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আসন্ন জাতীয় টিকা দিবসে নিজ নিজ এলাকার টিকাদান কেন্দ্রে শিশুদের পোলিও টিকা খাওয়ানোর মাধ্যমে সবাই হতে পারেন গর্বিত স্বেচ্ছাসেবী।

আসুন, '১৭তম জাতীয় টিকা দিবসের' এই মহতী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের শিশুদের পোলিও রোগের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার মানবিক দায়িত্ব পালনে আমরা সবাই একাত্ম হই।

বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত রাখুন এবং ইতিহাসের অংশীদার হউন।

অধ্যাপক মোঃ আবুল ফয়েজ

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বাণী

পোলিও মুক্ত রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার '১৭তম জাতীয় টিকা দিবসের' দুই রাউন্ড আগামী ২৯ নভেম্বর ২০০৮ এবং ৩ জানুয়ারী ২০০৯ দুই রাউন্ড পালন করতে যাচ্ছে। মাঠপর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের বিশাল কর্মীবাহিনী (প্রায় ৫০ হাজার) কাজ করছে। এছাড়া সব সময়ই রুটিন ইপিআই কর্মসূচিসহ জাতীয় টিকা দিবসগুলোতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকবৃন্দ টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে সম্পৃক্ত থাকবেন। কর্মকর্তাগণ তদারকী করবেন নিবিড় ভাবে। মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাইক ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে টিকা দিবসে অংশগ্রহণের জন্য আহবান জানাবেন। ভ্রমণরত শিশুদের টিকা খাওয়ানোর জন্য কর্মরত বিশেষ টিমগুলিকে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ ও পরিবহন সমিতি সক্রিয় সমর্থন ও সহায়তা দিতে পারেন। দুর্গম এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগে ও টিকাবীজ পরিবহণে সহায়তা করতে পারেন।

আমরা বিষয়টিকে জোরদার করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং আমার যৌথ স্বাক্ষরে ইতোমধ্যে একটি পত্র দেওয়া হয়েছে।

আমি আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের সকল কর্মীকে আসন্ন জাতীয় টিকা দিবসে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানাচ্ছি। আমরা সম্মিলিতভাবে আবারও রুখে দেই পোলিও বিস্তার।

আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত রাখি।

কামরুন নেসা খানম

SMC
...offering opportunities for better family health